zaálim oré raham gorile muzulom oré zulm gore

"If perpetrators are not held accountable for the violence they inflict, they will continue to commit more violence."

"যদি অপরাধীদের তাদের সহিংসতার জন্য জবাবদিহি করা না হয়, তবে তারা আরও সহিংসতা চালিয়ে যাবে।"

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীদের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশিকা

জানুয়ারী 2023

Funded by the European Union

সূচিপত্র

3 আদ্যক্ষরা (Acronyms) সারণী

4 লিগ্যাল একশন ওয়ার্ল্ডওয়াইড সম্পর্কিত তথ্য

5 এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা

6 রোহিঙ্গা সংকট কী?

6 রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কারা?
6 রোহিঙ্গারা কেন বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করছে?
6 সকল রোহিঙ্গাই কি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক লক্ষ্যবস্তুর শিকার হয়েছিল?
6 মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি কী?
7 মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

7 ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স কী?

7 গণহত্যা
8 যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা
8 ব্যাপকহারে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণ
8 গণ নির্বিচারে আটক ও গুম
9 স্পটলাইটঃ মিয়ানমারে পুরুষ এবং বিবিধ যৌন অভিমুখিতা (diverse sexual orientation) ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের (gender identities) ব্যক্তির উপর সংঘটিত যৌন সহিংসতা
9 মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

10 রোহিঙ্গারা কী কী আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকার হয়েছেন?

10 জেনোসাইড কী?
10 মানবতাবিরোধী অপরাধ কী?
10 যুদ্ধাপরাধ কী?
11 স্পটলাইটঃ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত SGBV জেনোসাইডের অভিপ্রায় (genocidal intent) নির্দেশ করে
11 মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

12 রোহিঙ্গাদের সমীপে আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়ার কোন কোন পন্থা বিদ্যমান আছে?

13 আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

- 13 আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) কী?
- 13 প্রসিকিউশন কী?
- 13 আইসিসি-এর অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর কী?
- 14 আইসিসি কিভাবে কাজ করে?
- 15 রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে আইসিসি-এর সংশ্লিষ্টতা কী?
- 15 আইসিসি কি রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে তার তদন্তের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারে?
- 15 এতকাল যাবত রোহিঙ্গা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আইসিসি কার্যপ্রণালীর হালনাগাদ কী?
- 16 এর পরবর্তী কার্যপদ্ধতি কী?
- 16 অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা কিভাবে আইসিসি কার্যপ্রণালীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন?

17 আন্তর্জাতিক আদালত

- 17 আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) কী?
- 17 রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপটে আইসিজে-এর সংশ্লিষ্টতা কী?
- 17 গাম্বিয়া কেন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে?
- 18 এতকাল যাবত রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে আইসিজে কার্যপ্রণালীর হালনাগাদ কী?
- 18 এর পরবর্তী কার্যপদ্ধতি কী?
- 19 স্পটলাইটঃ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো
- 19 আইসিজে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রায় দিলে কী কী সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে?

20 বিদেশি আদালত কি রোহিঙ্গা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে?

20 সার্বজনীন এখতিয়ার (Universal Jurisdiction)

20 সার্বজনীন এখতিয়ার কী?

20 গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সার্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে কিনা?

20 সার্বজনীন এখতিয়ারের উপর ভিত্তি করে কোন মামলা রুজু করার জন্য কোন অভিযুক্তকে উক্ত রাষ্ট্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা??

21 কোন রাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচার করার জন্য সার্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে কিনা?

21 আশিয়ান অঞ্চলভূক্ত কোন রাষ্ট্রে সার্বজনীন এখতিয়ারের ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচার করতে মামলা রুজু করা যেতে পারে কিনা?

21 অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার (Extraterritorial Jurisdiction)

21 অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার কী?

22 স্পটলাইটঃ জেনোসাইডে শিকার অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো কিভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করছে?

24 ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ ম্যাকানিজম ফর মিয়ানমার (IIMM) কী?

24 IIMM এর লক্ষ্য কী?

24 IIMM-এর সাথে মিয়ানমারে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পার্থ্যক্য কী?

24 IIMM কী কী তথ্য সংগ্রহ করছে?

26 সারসংক্ষেপ সারণী – আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

28 আপনি কিভাবে রোহিঙ্গা ও তাদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার অন্বেষণে সহায়তা করতে পারেন?

29 মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

30 তথ্যসূত্র

আদ্যক্ষরা (Acronyms) সারণী

BGP	বর্ডার গার্ড পুলিশ (মিয়ানমার) (Border Guard Police (Myanmar))
ECCC	এক্সট্রাঅরডিনারি চেম্বার্স ইন দ্য কোর্টস অফ কাম্বোডিয়া (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia)
EJ	অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার (Extraterritorial Jurisdiction)
ICC	আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (International Criminal Court)
ICJ	আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
ICTY	ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফরমার ইউগোস্লাভিয়া (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)
ICTR	ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা (International Criminal Tribunal for Rwanda)
IIMM	ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ ম্যাকানিজম ফর মিয়ানমার (Independent Investigative Mechanism for Myanmar)
LAW	লিগ্যাল একশন ওয়ার্ল্ডওয়াইড (Legal Action Worldwide)
MPF	মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স (Myanmar Police Force)
NUG	ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (National Unity Government)
OTP	অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর (Office of the Prosecutor)
SGBV	যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (Sexual and gender-based violence)
UJ	সার্বজনীন এখতিয়ার (Universal jurisdiction)
UN	জাতিসংঘ (United Nations)

লিগ্যাল একশন ওয়ার্ল্ডওয়াইড

লিগ্যাল একশন ওয়ার্ল্ডওয়াইড আইনি পেশাজীবীদের নেতৃত্বে পরিচালিত অলাভজনক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। LAW গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের শিকার ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য কাজ করে। LAW-এর রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক কার্যক্রম মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রেক্ষাপটে চলমান আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। LAW ৫০০-এর বেশি ২০১৭ সালের "ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স" -এর উত্তরজীবী রোহিঙ্গা মক্কেলকে প্রতিনিধিত্ব করে। সারভাইভার এডভোকেটস নেটওয়ার্ক আমাদের প্রোগ্রামের অন্যতম স্তম্ভ। এটি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের, বিশেষ করে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার উত্তরজীবীদের, সাহায্য সহযোগিতা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে।

এই নির্দেশিকাটি রোহিঙ্গা সংকট এবং অপরাধে শিকার ব্যক্তি ও উত্তরজীবীদের নিকট উক্ত অপরাধের অভিযুক্ত মিয়ানমারে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে। অধিকন্তু, এই নির্দেশিকাটি ২০১০ সাল থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রেক্ষাপটে চলমান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেছে। এটিতে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীরা যাতে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে এবং তাদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অভিষ্ঠ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এবং ব্যবহারিক উদাহরণ রয়েছে। এই নির্দেশিকাটিকে সহজপাঠ্য করতে "প্রশ্ন ও উত্তর" পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীদেরকে পরিষ্কার তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি একটি চলমান দলিল এবং চলমান মামলাগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এটিকে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে।

নীচে অঙ্কন: একজন রোহিঙ্গা ব্যক্তির চোখের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা

“মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ভয়ংকর অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও উক্ত অপরাধের উত্তরজীবীদের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ লাভ করা খুব গুরুত্বপুর্ণ।”

২৪ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী

আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের মতো সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে। অনেক গণ-নৃশংসতামূলক অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও উক্ত অপরাধের উত্তরজীবীরা নিজ দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিরাজ করায় এবং অপরাধীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় কোনো নির্ভরযোগ্য ন্যায়বিচারের পন্থা অবলম্বনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। উক্ত অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও উত্তরজীবীদের জন্য জবাবদিহিতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা দায়হীনতার সংস্কৃতির অবসান, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য পন্থা বাতলে দেয়।

রোহিঙ্গা শরনার্থী সংকট একটি দীর্ঘায়িত মানবিক সংকট। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের, যাদের অনেকেই ভয়ংকর অপরাধের উত্তরজীবী, তাদের বাসভূমি মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তিত হওয়ায় সম্ভাবনা নেই। রোহিঙ্গা উত্তরজীবীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও জবাদিহিতাকে তাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের প্রধান দাবি পূরণের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে। তারা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাকে ক্ষমতায়ন হিসেবেও বিবেচনা করে। মিয়ানমারের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকে সুনিশ্চত করায় প্রেক্ষাপটেও মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক ভোগকৃত দীর্ঘস্থায়ী দায়হীনতার অবসান ঘটানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকটে কর্মরত মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। এই নির্দেশিকাটি তাদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। কারণ তারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে এতদসংক্রান্ত তথ্য, সহায়তা ও উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। মানবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মীরা রোহিঙ্গাদের সহায়তা ও সেবায় প্রবেশাধিকার এবং মিয়ানমারে শিকার হওয়া নৃশংসতামূলক অপরাধের ন্যায়বিচারের দাবি শোনা এবং উক্ত কণ্ঠস্বরকে পরিবর্ধন করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রোহিঙ্গা সংকট কী?

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কারা?

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী। রোহিঙ্গারা বংশ পরম্পরায় মিয়ানমারে বসবাস করা সত্ত্বেও মিয়ানমার তাদেরকে নাগরিকত্ব ও আইনি মর্যাদা সম্পর্কিত আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। এছাড়া তাদের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। তারা ১৯৮২ সাল থেকে নাগরিকত্বহীন এবং চলাফেরার ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ বেশ কিছু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।[1] একইসাথে তারা কয়েক দশক ধরে সহিংসতার শিকার হয়ে আসছে। এই অধিকারহীনতার মূলে একটা দীর্ঘমেয়াদি আখ্যান রয়েছে। এতে বলা হয় যে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের প্রতি "অনুগত" না এবং তারা বর্মীয় জাতীয় পরিচয়ের অস্থিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।[2] জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস রোহিঙ্গাদেরকে "পৃথিবীর অন্যতম, যদি না হয়, সবচেয়ে, নির্যাতিত জনগোষ্ঠী" হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।[3]

রোহিঙ্গারা কেন বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করছে?

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ১৯৭০ সাল থেকে মিয়ানমারে সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একাধিকবার দেশত্যাগ করেছে। এর মধ্য ১৯৭৮,[4] ১৯৯১-১৯৯২,[5] ২০১২,[6] এবং সম্প্রতি ২০১৬ ও ২০১৭ সালের "ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স" উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের "ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। প্রতিবার তারা ধর্ষণ, নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড বা বেআইনি হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি এবং ব্যাপক আকারে সম্পত্তির ধ্বংস করাসহ বেশ কিছু গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে শত শত এবং ক্ষেত্র বিশেষে হাজার হাজার রোহিঙ্গা রাখাইন প্রদেশে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশসমূহে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছে।[7]

সকল রোহিঙ্গাই কি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক লক্ষ্যবস্তুর শিকার হয়েছিলো?

সকল নারী, শিশু, পুরুষ, বয়োবৃদ্ধ এবং বিবিধ যৌন অভিমুখিতা ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের লক্ষ্যবস্তু ছিল এবং তারা ভয়ংকরতম কর্মকান্ডের শিকার হয়েছিলো।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি কী

বর্তমানে প্রায় ৬০০,০০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বাস করে। এদের মধ্যে প্রায় ১৪০,০০০ রোহিঙ্গা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হিসেবে অবস্থান করছে।[8] ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় থেকে রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা ক্রমবর্ধমানহারে আটক ও গ্রেফতারের ঘটনাসহ সহিংসতা ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। একইসাথে তাদের বিদ্যমান খর্বিত মানবাধিকারের উপর আরো কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।[9] অভ্যুত্থানের পর থেকে স্থানীয় প্রশাসন একটি নির্দেশনা পুর্নবহাল করার মাধ্যমে উত্তর রাখাইনে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের চলাচলের অধিকারকে আরো সংকুচিত করেছে এবং কেউ পলায়ন করার প্রচেষ্টা করলে কঠোর শাস্তির বিধান করেছে।[10]

বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের রাখাইন প্রদেশে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন অসম্ভব।

মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

রোহিঙ্গারা কয়েক দশক ধরে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

তাদেরকে নির্বিচারে মায়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে তারা কার্যত (*de facto*) নাগরিকত্বহীনে পরিণত হয়েছে।

তারা সত্তর দশক থেকে রাখাইন প্রদেশে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পুনরাবৃত্তিমূলক গণ-সহিংসতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আশ্রয় লাভে করেছে।

তারা ঘৃণা, ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা এবং অপব্যবহারের প্রচারণার (campaigns) সম্মুখীন হয়েছে। এইক্ষেত্রে ২০১৭ সালের তথাকথিত ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স কী?

২৫ অগাস্ট ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর অন্যতম বিধ্বংসী ও ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ দুই মাসের অধিক সময়ব্যাপী পরিচালিত এই অভিযানকে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স নামে অভিহিত করে।[11] এই সহিংসতার ফলে আনুমানিক অন্তত ১০,০০০ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে[12] এবং অন্তত ৭২০,০০০ উত্তরজীবী (যাদের অর্ধেক শিশু) সহিংসতা থেকে পরিত্রাণ পেতে গণ নির্বাসনে যায়।[13]

গণহত্যা

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী অস্ত্রধারী দল ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই অ্যাসল্ট রাইফেলের মাধ্যমে নির্বিচার গুলিবর্ষণ করায় অনেক রোহিঙ্গা মৃত্যু বরণ করে।[14] পুরুষ, নারী ও শিশু নির্বিশেষে সকলেই গুলিবর্ষণের শিকার হয়েছিলো। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি দ্রুত চলাচল করতে পারে না – যেমন শিশু, গর্ভবতী মহিলা বা যাদের ছোট বাচ্চা আছে – তারা নির্বিচারে (disproportionately) আক্রান্ত হয়েছিলো। রোহিঙ্গাদের বসতবাড়িগুলোকে দাহ্য তরল পদার্থ (flammable liquids) ও আঘাতের ফলশ্রুতিতে বিস্ফোরিত হয় এমন গোলাবারুদ (munition that explodes upon impact) ব্যবহার করে পোড়ানো হয়। ফলশ্রুতিতে, অনেকে নিজের বসতবাড়িতেই পুড়ে মারা যায়।[15] কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিয়ানমার সেনাবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (BGP), মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স (MPF) বা দাঙ্গা পুলিশের সহযোগে বাড়ি বাড়ি থেকে লোকজনদের ধারাক্রমে বের করে আনে এবং তাদেরকে হত্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নিজ পরিবারের সদস্যদের সামনেই হত্যা করা হয়েছিল। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে অংশগ্রহণকারী চরমপন্থি রাখাইনরাও লম্বা ছুরির সাহায্যে রোহিঙ্গাদের আক্রমণ করে এবং খুন করে।[16]

বেশ কিছু গণহত্যার ঘটনা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতামূলক অপরাধের বর্বরতা সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে।

৩০ অগাস্ট ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনী তুলাতলি গ্রামকে চারেদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং আগুন দিয়ে বাড়িঘর পোড়ানো শুরু করে। এরপর সেনাসদস্যরা নদীর তীরের দিকে পলায়নরত বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে বন্দুক তাক করে সরাসরি গুলি করে। যেসব গ্রামবাসী নদীর তীরে পৌঁছাতে সমর্থ হয়, তারা বহমান নদী আর সেনাসদস্যের মাঝে আটকা পরে। অনেক ব্যক্তি, বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরা, পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নদীর পানিতে ডুবে মারা যায়। বাকিদেরদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা জড়ো করে এবং নারী ও পুরুষ পরিচয়ের ভিত্তিতে আলাদা করে। এরপর পুরুষদেরকে ধারাক্রমে হত্যা করে এবং তাদের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদেরকে তাদের মা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নদীর পানিতে ছুড়ে ফেলা হয়।[17]

২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে দিন (Dinn) গ্রামের ১০ জন ব্যক্তিকে অস্ত্রধারী দলের সদস্য হওয়ার অভিযোগে হত্যা করা হয়। রাখাইন গ্রামবাসী দুই জনকে হত্যা করে এবং বাকিদেরকে মিয়ানয়ারের সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। সকল ব্যক্তিকে তাদের প্রতিবেশীদের খনন করা একটি কবরে একসাথে সমাহিত করা হয়।[18]

যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা

২০১৬ ও ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স পরিচালনার সময় ব্যাপকহারে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সংঘটিত হয়। জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন শত শত রোহিঙ্গা নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে এবং এইসব ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে ৮০% গণধর্ষণের ঘটনা ছিল। উল্লিখিত গণধর্ষণের ৮২% এর দায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাতমাদাউ (Tatmadaw) -এর উপর বর্তায়।[19]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণধর্ষণ উন্মুক্তস্থানে, গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে বা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত বৃহদাকার বাড়িতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির শিশু বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীদের সামনেই সংঘটিত হয়েছে।[20]

ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিকে ধর্ষণের পূর্বে ও ধর্ষণের সময় মারাত্মকভাবে জখম করা হয় এবং তাদের প্রজনন অঙ্গে চাকু ও লাঠির সাহায্যে ধর্ষণসহ মর্মান্তিক আঘাত করা হয়।[21] অনেক ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। অনেকে আবার আঘাতের ফলে মারা যায়। উক্ত ধর্ষণের উত্তরজীবীরা চরম মানসিক উৎকণ্ঠা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সমাজে তিরস্কারের শিকার হচ্ছে।[22]

> *“তারা আমার স্বামী, ভাই ও চাচাকে হত্যা করেছে। তারা ৫০ জন নারীসহ আমাকে স্কুলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। আমাদের মধ্য পাঁচজন জানে বেঁচে যায়। তারা বাকি নারীদের হত্যা করেছে।“*
>
> **রোহিঙ্গা নারী সারভাইভার - বয়স ৩২ বছর**

ব্যাপকহারে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আক্রমণ

উত্তর রাখাইনে অন্তত ৩৯২ টি গ্রাম (যা মোট জনবসতির ৮০%) আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে অগ্নিকান্ডের শিকার হয় এবং এসব ঘটনার অধিকাংশ (প্রায় ৮০%) ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হয়।[23]

গণ নির্বিচারে আটক ও গুম

ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় অনেক রোহিঙ্গা পুরুষ ও ছেলেশিশু আটক ও গুমের শিকার হয়।[24] তাদেরকে জোরপূর্বক জড়ো করে হাত বা চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়।[25] রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এইসব গুমে শিকার ব্যক্তিদের ভাগ্যে কি হয়েছে তা জানতে না পারার যন্ত্রণা গভীরভাবে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।[26]

স্পটলাইট:

মিয়ানমারে পুরুষ এবং বিবিধ যৌন অভিমুখিতা (diverse sexual orientation) ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের (gender identities) ব্যক্তির উপর সংঘটিত যৌন সহিংসতা

বিদ্যমান প্রতিবেদনে স্বল্প আকারে প্রতিবেদিত হলেও পুরুষ, ছেলেশিশু এবং "হিজড়া" (ট্রান্সজেন্ডার, আন্তঃলিঙ্গ এবং তৃতীয় লিঙ্গ) -এর মত ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরাও ব্যাপকহারে SGBV-এর শিকার হয়েছে

- জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন সেনাবাহিনী কর্তৃক তাদের হেফাজতে আটককৃত রোহিঙ্গা পুরুষদের বিরুদ্ধে (বিশেষ করে বুথিদাউঙ্গ (Buthidaung) জেলখানায়) যৌন নির্যাতন করার নজীর পেয়েছে।[27]
- বাংলাদেশে অবস্থানরত ৪৯৫ জন রোহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ৩৪.৩% রোহিঙ্গা পুরুষ "যৌন নির্যাতন, যৌন অপমান বা যৌন শোষণ" -এর শিকার হয়েছে।[28]
- ২০২১ সালে LAW রোহিঙ্গা পুরুষ উত্তরজীবীদের উপর একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করে। এই গবেষণার উত্তরদাতারা মিয়ানমারে উচ্চমাত্রার যৌন সহিংসতার ঘটনার বিবৃতি দেয়। এইসব ঘটনা মূলত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্য বা পুলিশ সংঘটন করেছে এবং এইসব ঘটনার মধ্য ধর্ষণ (৯০.৫%) ও যৌনাঙ্গ অঙ্গচ্ছেদ (৯০.৫%) রয়েছে।[29]
- আইসিসি-এর প্রি-ট্রায়াল চেম্বার মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় নারী, মেয়েশিশু, পুরুষ, এবং "হিজড়া" ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার নজীর পেয়েছে।[30]

"সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমাকে একটা অন্ধকার স্থানে নিয়ে যায় এবং আমাকে ধর্ষণ করে। একসাথে তারা আমার পুরুষাঙ্গকে লাইটার দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আমি এখনো আমার পুরুষাঙ্গে ব্যাথা অনুভব করি। আমি ভালোভাবে হাঁটতে ও বসতে পারি না।"

রোহিঙ্গা সারভাইভার

মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের ফলে অন্তত ১০,০০০ রোহিঙ্গা মৃত্যুবরণ করে এবং ৭২০,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

শিশু, বয়োবৃদ্ধ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল রোহিঙ্গা ভয়ংকর অপরাধের শিকার হয়। এইক্ষেত্রে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, মিয়ানমার পুলিশ ও বর্ডার গার্ড পুলিশ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ব্যাপকভিত্তিতে SGBV সংঘটিত হয়েছিলো। যদিও নারী ও মেয়েশিশুরা SGBV-এর প্রধান শিকার ছিল, পুরুষ, ছেলেশিশু, ট্রান্সজেন্ডার ও আন্তঃলিঙ্গের ব্যক্তিরাও উক্ত অপরাধের শিকার হয়।

রোহিঙ্গারা কী কী আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকার হয়েছেন?

২০১৮ সালের জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন ('জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন') মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ সকল অপরাধীকে জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

জেনোসাইড কী?

কোন নির্দিষ্ট জাতীয়, নৃতত্ত্বীয়, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত পাঁচশ্রেণীর **শারীরিক কার্যকলাপের (physical acts)** যেকোন একটি সংঘটন করাকে জেনোসাইড বলে। ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময়কালীন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধকে জেনোসাইডের সংজ্ঞায় উল্লিখিত পাঁচ ধরনের নিষিদ্ধ শারীরিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রথম চার ধরণের শারীরিক কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইগুলো হচ্ছেঃ

১ **। হত্যা;**
২ **। গুরুতর শারীরিক অথবা মানসিক ক্ষতিসাধন করা;**
৩ **। কোন গোষ্ঠীকে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের জীবনযাত্রার উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে হস্তক্ষেপ করা; এবং**
৪ **। বংশবৃদ্ধি রোধের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।**[31]

জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন তার ২০১৮ সালের তদন্ত প্রতিবেদনে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গণহত্যা ও ধর্ষণের অপরাধসমূহ "জেনোসাইডের অভিপ্রায়ে" সংঘটন করেছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত তথ্যের সহায়তা নেয় – ঘৃণামূলক আখ্যান ব্যবহার, বৈষম্যমূলক পরিকল্পনা এবং নীতির অস্তিত্ব, ধ্বংসাত্মক কাজের সুসংগঠিত পরিকল্পনার প্রমাণ এবং চরম বর্বরতা ও সহিংসতার মাত্রা।[32]

মানবতাবিরোধী অপরাধ কী?

বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর তাদের সংশ্লিষ্টতা বা পরিচিতি নির্বিশেষে ব্যাপক ভিত্তিতে বা পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞাতসারে পরিচালিত আক্রমণের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়।[33] এইসব অপরাধমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে হত্যা, আটক, গুম, নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব ও অন্যান্য যৌন সহিংসতার ঘটনা ও নিপীড়ন রয়েছে এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে উক্ত সব ধরণের অপরাধমূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে যাওয়া অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সমষ্টি না। বরং উক্ত অপরাধমূলক কর্মকান্ডকে তাদের ভৌগলিক ব্যাপ্তি ও অপরাধের শিকার ব্যক্তির সংখ্যার ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে ব্যাপকহারে ও পদ্ধতিগত বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য জেনোসাইডের জন্য কোন বিশেষ অভিপ্রায় প্রমাণ করতে হয় না। শুধুমাত্র 'নিপীড়ন' -এর জন্য বৈষম্যমূলক অভিপ্রায় প্রমাণ করা দরকার হয়। আইসিসি রোম সংবিধি অনুসারে কাউকে ঐচ্ছিকভাবে ও মারাত্মকভাবে গোষ্ঠী বা সামষ্টিক পরিচয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের লংঘনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করাকে নিপীড়ন বোঝায়।[34] এক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, লিঙ্গ, বর্ণ, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোন ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়।[35] জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা মিয়ানমার রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্যমূলক নীতিমালা ও চর্চা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট নিপীড়নমূলক কার্যপদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেছে। অধিকন্তু, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের মত সহিংসতামূলক এবং মানবাধিকার লংঘনপূর্বক কর্মকান্ড বিদ্যমান রোহিঙ্গাবিদ্বেষী পরিবেশে ঘটে। উক্ত সহিংসতামূলক কর্মকান্ড নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যমূলক অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয় যা মানবতাবিরোধী অপরাধ "নিপীড়ন" -এর সংজ্ঞা প্রতিফলিত করে।

যুদ্ধাপরাধ কী?

যুদ্ধাপরাধ কোন সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লংঘনকে বোঝায়।[36] মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে রাখাইন প্রদেশে যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করে আসছে। উক্ত যুদ্ধাপরাধের মধ্যে বেসামরিক ব্যক্তিদের আক্রমণ, বেসামরিক ব্যক্তিদের বাস্তুচ্যুতকরণ, লুণ্ঠন, সুরক্ষিত বস্তু আক্রমণ, জিম্মিকরণ, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই সাজা বা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা, হত্যা, নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ, ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর আক্রোশ এবং ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব ও অন্যান্য যৌন সহিংসতার ঘটনা রয়েছে।

স্পটলাইট:

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত SGBV জেনোসাইডের অভিপ্রায় (genocidal intent) নির্দেশ করে

২০১৭ সালে মিয়ানমারে সংঘটিত ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের যৌন অপরাধ (যা প্রধানত নারী ও মেয়েশিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো) অতিমারী রূপ ধারণ করে। জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন তার ২০১৮ সালের তদন্ত রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত SGBV মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের সংজ্ঞার সকল উপাদান পূরণ করে বলে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে (reasonable grounds) সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো।

উক্ত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন তার ২০১৯ সালের তদন্ত রিপোর্টে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েশিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত SGBV যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মুসলিম সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে "ভীতিপ্রদর্শন করা, আতঙ্কিত করা এবং শাস্তি প্রদান করার" সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ ছিল বলে অভিহত করে। জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় নারী ও মেয়েশিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত যৌন সহিংসতা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর জেনোসাইডের অভিপ্রায় নির্দেশ করে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বেশ কিছু উপাদানকে আমলে নেওয়া হয়। যেমনঃ মিয়ানমারের উচ্চ কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের রোহিঙ্গাদের ধর্ষণ ও হত্যা করার পরিষ্কার অভিপ্রায় সম্বলিত বিবৃতি, ধর্ষণের জন্য প্রজনন বয়সী নারী ও মেয়েশিশুদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন করা, গর্ভবতী নারী ও মেয়েশিশুদের উপর আক্রমণ, তাদের প্রজনন অঙ্গ বিচ্ছেদ ও অন্যান্য আঘাত করা, তাদের গালে, ঘাড়, স্তন ও উরুতে কামড়ের চিহ্ন দ্বারা তাদের শরীরে দাগ দেওয়া, ধর্ষণে শিকার নারীকে এমন মারাত্মকভাবে জখম করা যাতে সে তার স্বামীর সাথে যৌন সঙ্গম করতে এবং সন্তান ধারণ করতে না পারে এবং তাদের এমন পরিস্থিতিতে উপনীত করা যাতে সে জীবদ্দশায় সন্তান উৎপাদন করতে না পারে।[37]

মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় রোহিঙ্গাদের প্রতি সংঘটিত কর্মকান্ড মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডসহ আন্তর্জাতিক আইন লংঘনকারী সবচেয়ে গুরুতর অপরাধসমূহের সংজ্ঞার উপাদানসমূহ পূরণ করে।।

রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গাদেরকে জনগোষ্ঠী হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচালিত নৃশংসতামূলক কর্মকান্ডকে জেনোসাইড বলে অভিহিত করা যায়।

জাতিসংঘ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ জেনারেলদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের কৃত অপরাধের জন্য তদন্ত এবং বিচার করা উচিত বলে পরিষ্কার সুপারিশ করেছে।

রোহিঙ্গাদের সমীপে আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়ার কোন কোন পন্থা বিদ্যমান আছে?

"যখন আমি আমার জন্মভূমিতে ফেরত যেতে পারবো এবং যখন তারা (অপরাধীরা) শাস্তির সম্মুখীন হবে যাতে তারা ওই ধরনের অপরাধ আর না করতে পারে, তখনই আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি বলে আশ্বস্ত হবো।"

রোহিঙ্গা পুরুষ সারভাইভার, বয়স ২৬ বছর

রোহিঙ্গারা তাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স ও বর্ডার গার্ড পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচার ও জবাবদিহিতা দাবি করে আসছে।[38]

এতদসত্ত্বেও মিয়ানমারের আইন ব্যবস্থায় কোন নির্ভরযোগ্য আইনি পন্থা বিদ্যমান নেই। সুতরাং তাদের কণ্ঠস্বর ও দাবিকে বাস্তবায়ন করার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারিক পন্থার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) কী?

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ২০০২ সালে রোম সংবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।[39] এই স্থায়ী আদালতটি নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত। এই আদালতটি জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ জাগরক অপরাধসমূহের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দায়হীনতার সংস্কৃতির অবসানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালত জাতীয় বিচারব্যবস্থার বিকল্প না। বরং যখন কোন দেশ প্রকৃত অর্থে কোন অপরাধের তদন্ত করতে এবং বিচার করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই আইসিসি অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তদন্ত করতে এবং বিচার করার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশসহ ১২৩ টি রাষ্ট্র রোম সংবিধির অনুসমর্থন করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে উক্ত রাষ্ট্রসমূহ আইসিসি এর এখতিয়ারভুক্ত। অর্থাৎ আইসিসি উক্ত অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহের নাগরিক দ্বারা অথবা উক্ত রাষ্ট্রসমূহের ভূখণ্ডে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করতে এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতে এখতিয়ারপ্রাপ্ত।

আইসিসি-এর অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর (OTP) তদন্ত কাজ অধিগ্রহণ এবং মামলা পরিচালনা করে। এটি কোন অপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ব্যক্তিদের যেমন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা এবং অ-রাষ্ট্রীয় ক্রীড়কদের (non-state actors) অপরাধমূলক কর্মকান্ডের তদন্ত করে থাকে

প্রসিকিউশন কি?

সাধারণভাবে, প্রসিকিউশন বলতে কাউকে আদালতে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।[40] প্রসিকিউটর হচ্ছে আদালতে সরকারের পক্ষে কর্মরত আইনজীবী। তিনি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা এবং কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আইসিসি-এর অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর কী?

অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর আইসিসি এর একটি স্বাধীন অঙ্গ। এটির নেতৃত্বে একজন প্রসিকিউটর ও দুইজন ডেপুটি প্রসিকিউটর দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। এছাড়া একদল প্রসিকিউটর, তদন্তকারী ও বিশ্লেষক তাদেরকে সহায়তা করে। প্রসিকিউটর আইসিসির এখতিয়ারের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এমন পরিস্থিতি পর্যালোচনা (examine) করা এবং উক্ত আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তদন্ত এবং বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আইসিসি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারকার্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম কোন আন্তর্জাতিক আদালত। পৃথিবীর ইতিহাসে আইসিসি-এর প্রসিকিউটরই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রসিকিউটর যাকে রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্বীয় ভূখণ্ডে বা স্বীয় নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের অভিযোগকে নিরেপেক্ষভাবে ও স্বাধীনভাবে তদন্ত এবং বিচার করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের করিম খান কেসি আইসিসি-এর প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন।

বক্‌সঃ আইসিসি কভিাবে কাজ করে?

বিচারবিভাগীয় অঙ্গসমূহঃ

রি ট্রায়াল চেম্বার

ট্রায়াল চেম্বার

আপীলস চেম্বার

আইসিসি বিচার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট আইনজীবী পক্ষসমূহঃ

প্রসিকিউটর

আত্মরক্ষা উকিল

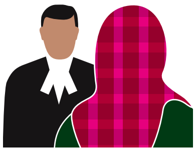

ভিকটিমের আইনজীবী

বিচারের পর্যায়সমূহঃ

অপরাধ সংঘটন

↓

প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন পর্যায়

প্রসিকিউটর পর্যাপ্ত প্রমাণের লভ্যতা, অপরাধের গুরুত্ব ও ন্যায়বিচারের স্বার্থসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডের আলোকে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন পরিচালনা করেন।

↓

তদন্ত পর্যায়

প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন পরিচালনা করার পর গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডসূহ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রসিকিউ-টর তদন্ত শুরু করেন। প্রসিকিউটর প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেন।

প্রসিকিউটর প্রমাণাদি সংগ্রহ করে তা প্রি-ট্রায়াল বিচারককে দাখিলসাপেক্ষে সমন বা গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করার জন্য অনুরোধ করেন।

↓

বিচারপূর্ব (Pre-Trial) পর্যায়

আইসিসি কোন অভিযুক্তকে গ্রেফতারপূর্বক হেফাজত গ্রহণ করার প্রেক্ষাপটে প্রি-ট্রায়াল চেম্বারের সমীপে তার প্রাথিমিক উপস্থিতি (initial appearance) নিশ্চিত করবেন। প্রি-ট্রায়াল বিচারকরা তখন উক্ত অভিযুক্তের পরিচিতি এবং সে যে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে তা নিশ্চিত করবেন। এর পরে আইসিসি অভিযোগ নিশ্চিতকরণ শুনানির (Confirmation Hearing) আয়োজন করে। এই সময়ে প্রসিকিউটর, ডিফেন্স ও অপরাধে শিকার ব্যক্তিদের আইনি-জীবীদের বক্তব্য পেশ করে। উক্ত শুনানির প্রেক্ষিতে বিচারকরা উক্ত মামলাকে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানান্তর করার মত যথেষ্ট প্রমাণাদি আছে কিনা তা নিশ্চিত করেন।

(আইসিসি অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও আদালতে স্থানান্তরের জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে।)

↓

বিচার পর্যায়

প্রসিকিউটর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবেন।

তিন জন সদস্যবিশিষ্ট এক বিচারক প্যানেল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সকল প্রমাণাদি বিবেচনা করবেন এবং প্রিসিকিউশন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। যদি কোন অভিযুক্ত অপরাধী হিসেবে প্রতীয়মান হয়, তাহলে তাহলে ট্রায়াল চেম্বার দণ্ড প্রদান করবেন এবং ক্ষও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

ট্রায়াল চেম্বার কোন দোষী ব্যক্তিকে ৩০ বছর পর্যন্ত ও বিশেষ ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন শাস্তি দিতে পারেন। তবে আইসিসি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না।

↓

আপীল (Appeals) পর্যায়

প্রসিকিউশন ও ডিফেন্স উভয়েরই ট্রায়াল চেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের (অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত বা নির্দোষ প্রমাণের রায়) বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার রয়েছে।

আপীলস চেম্বার আপীলে আনীত কোন ভিত্তিকে মঞ্জুর করতে বা অগ্রাহ্য করতে পারে এবং পরিশেষে দোষী সাব্যস্ত বা খালাসের রায় বহাল রাখতে রাখতে, পরিবর্তন করতে বা বদলে দিতে পারেন। আপীলস চেম্বারের রায়ই চূড়ান্ত। তবে আপীলস চেম্বার কোন মামলাকে ট্রায়াল চেম্বারের সমীপে পুনরায় বিচার (re-trial) আদেশ দিতে পারেন।

রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে আইসিসি-এর সংশ্লিষ্টতা কী?

মিয়ানমার রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র নয়। এর ফলে অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর শুধুমাত্র মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সংঘটিত রোম সংবিধির অভিভুক্ত অপরাধের তদন্ত করতে পারবে না। ২০১৮ সালে আইসিসি-এর প্রি-ট্রায়াল চেম্বার[41] তার এক রায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উক্ত আদালত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিশেষ কিছু অপরাধের উপর[42] এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। বিশেষ করে, বিতাড়নের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করতে হয়। যেহেতু রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিতাড়নের ফলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নেয় এবং যেহেতু বাংলাদেশ ২৩ মার্চ ২০১৮ সাল থেকে রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র, সেহেতু আইসিসি রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত বিতাড়ন ও তদ্রূপ অপরাধের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। ২০১৯ সালে অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে সংঘটিত বিতাড়ন, নিপীড়ন এবং অন্যান্য মানবিক অপরাধের (যেমন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের অধিকারকে লংঘন করা) তদন্ত করার অনুমোদন প্রার্থনা করে এবং আইসিসি অফিস অব দ্য প্রসিকিউটরের আর্জি মঞ্জুরপূর্বক তদন্তের অনুমতি প্রদান করে।[43]

আইসিসি কি তার তদন্তের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারে?

২০২১ সালে মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত মিয়ানমারের প্রবাসী সরকার ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (NUG)[44] আইসিসিকে সমগ্র মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অনুরোধ করে।[45] কিন্তু যদি কোন রাষ্ট্র অপরাধ সংঘটনের সময় রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী না হয়, তাহলে শুধু মাত্র উক্ত রাষ্ট্রের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণকারী সরকারই আইসিসিকে উক্তরূপ অনুরোধ বা আর্জি করতে পারে। NUG-কে মিয়ানমারের বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ফলশ্রুতিতে NUG-এর উক্ত অনুরোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে (যা রোহিঙ্গাদেরও দাবি বটে) আইসিসি রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে আইসিসি-এর বিচারিক এখতিয়ার জেনোসাইড, এমনকি ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল থেকে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে।

এতকাল যাবত রোহিঙ্গা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আইসিসি কার্যপ্রণালীর হালনাগাদ কী?

২০১৮ — এপ্রিল

প্রসিকিউটর প্রি-ট্রায়াল চেম্বারের সমীপে আইসিসি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমার (যা রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী নয়) থেকে বাংলাদেশে (যা রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী) বিতাড়নের অভিযোগের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে কিনা এই বিষয়ে আইনি মতামত চায়।

২০১৮ — সেপ্টেম্বর

প্রি-ট্রায়াল চেম্বার এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী দেশের ভূখণ্ডে কোন আন্তর্জতিক অপরাধ বা আন্তর্জাতিক অপরাধের কোন উপাদান সংঘটিত হলে আইসিসি অপরাধের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এরপর প্রসিকিউটর প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন পরিচালনা শুরু করে।

২০১৯ — জুলাই

প্রসিকিউটর প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন পরিচালনা করার পর বাংলাদেশ/মিয়ানমার পরিস্থিতিতে ৯ অক্টোবর ২০১৬ সাল হতে সংঘটিত অপরাধের উপর তদন্ত করার অনুমতি প্রার্থনা করে।

২০১৯ — নভেম্বর

নভেম্বরঃ আইসিসি প্রসিকিউটরকে রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত বিশেষ কিছু অপরাধের উপর তদন্ত করার অনুমতি দেয়। যেমনঃ উক্ত অপরাধের অন্তত একটি উপাদানকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে (বা আইসিসির এখতিয়ার অনুসমর্থনকারী অন্যান্য রাষ্ট্রে) এবং ২৩ এপ্রিল ২০১০ সালের পর (বাংলাদেশ রোম সংবিধির অনুসমর্থন করার পর) সংঘটিত হতে হবে।

২০২০-২৩

অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর মিয়ানমারের অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করছে।

এর পরবর্তী কার্যপদ্ধতি কী?

অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর তার তদন্তের অংশ হিসেবে প্রমাণাদি সংগ্রহ করছে। এটি অপরাধের চাক্ষুষ সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার প্রচেষ্টা করছে। এটি বেশ সময়সাপেক্ষ বিষয়। অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর পর্যাপ্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করার পর আইসিসিকে অভিযুক্তকে সমন করার বা গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করার অনুরোধ করবেন। আইসিসির কোন স্থায়ী পুলিশ বাহিনী না থাকায় রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহ উক্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও আইসিসির সমীপে স্থানান্তর করবেন।

How can victims participate in ICC proceedings?

এই নির্দেশিকাতে অপরাধের শিকার বলতে শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিসহ আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকার সকল ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধের শিকার বলতে তৃতীয় ব্যক্তিবিশেষের উপর সংঘটিত অপরাধের ভুক্তভোগী ব্যক্তিকেও বোঝায়। যেমনঃ হত্যার শিকার ব্যক্তির পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

আইসিসিতে অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা বেশ কিছু বিচারিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করতে এবং অনুরোধ করতে পারে। বাংলাদেশ/মিয়ানমার পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গারা আইসিসির বিভিন্ন বিচারিক পর্যায়ে অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটরের এখতিয়ার বিষয়ক এবং তদন্ত পরিচালনার অনুমতি সংক্রান্ত অনুরোধের প্রেক্ষাপটে অপরাধের শিকার ব্যক্তির পর্যালোচনা দাখিল (victim submissions) করে।

অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা কোন দণ্ডাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। ক্ষতিপূরণের আদেশ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত (যা কোন অপরাধের শিকার ব্যক্তির সমষ্টিকে প্রদান করা হয়) হতে পারে। এটি আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসা বা শিক্ষা প্রদানের মত পুনর্বাসনমূলক সেবা হতে পারে। স্বাধীন ট্রাস্ট ফান্ড ফর ভিক্টিম আইসিসির ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। ট্রাস্ট ফান্ড ফর ভিক্টিম রাষ্ট্র বা অন্যান্য পক্ষ থেকে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যমান প্রকল্পে প্রাপ্ত স্বেচ্ছায় অবদানকে ব্যবহার করতে পারে।

আইসিসির বিভিন্ন পর্যায়ে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের জন্য বিস্তারিত তথ্যঃ
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/vprs/abd-al-rahman/VPRS-Victims-booklet_ENG.pdf

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) কী?

আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) জাতিসংঘের প্রধান বিচারবিভাগীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। এটি নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত। এটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। আইসিজে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত আইনি বিরোধসমূহকে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নিষ্পত্তি করে থাকে। শুধুমাত্র রাষ্ট্র আইসিজে-এর সমীপে মামলা রজু করতে এবং মামলার পক্ষ হতে পারে। আইসিজে-এর অধিক্ষেত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারসহ বিস্তর পরিসরের আন্তর্জাতিক বিষয়াদি রয়েছে।[46]

রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপটে আইসিজে-এর সংশ্লিষ্টতা কী?

গাম্বিয়া ১১ নভেম্বর ২০১৯ সালে আইসিজের সমীপে জেনোসাইড নিরোধ ও শাস্তি বিধান সংক্রান্ত কনভেনশনের (জেনোসাইড কনভেশন) উপর ভিত্তি করে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে। গাম্বিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জেনোসাইড প্রতিরোধের বাধ্যবাধকতাসহ জেনোসাইড কনভেনশনপ্রসূত বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা ভঙ্গের অভিযোগ করে।

এই মামলায় গাম্বিয়া মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংঘটনের অভিযোগ উপস্থাপন করেছে। গাম্বিয়ার ভাষ্যমতে মিয়ানমারের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা রাখাইনে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্সের সময় জেনোসাইড সংঘটনের অভিপ্রায় নিয়ে গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের যৌন অপরাধ এবং রোহিঙ্গাদের গ্রাম ধ্বংসের অপরাধ সংঘটন করে।[47]

আইসিজের সমীপে দায়েরকৃত *গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার* মামলাটি জেনোসাইড সংঘটনের অপরাধে অভিযুক্ত মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন **ফৌজদারি মামলা নয়**। বরং এটি জেনোসাইড কনভেনশনের দুই পক্ষের মধ্যকার আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধ সম্পর্কিত মামলা। এটি আইসিসির সমীপে চলমান তদন্ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গাম্বিয়া কেন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে?

২০১৯ সালে পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম দেশ গাম্বিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটি কোন অ-সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্র কর্তৃক জেনোসাইডে শিকার অন্য কোন রাষ্ট্রের জনগণের প্রতিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইসিজে-এর সমীপে দায়ের করা প্রথম কোন মামলা।

গাম্বিয়া আইসিজে-এর সমীপে মামলা দায়ের করার জন্য ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (OIC) ২৭ টি দেশের সহায়তা পেয়েছিলো। জেনোসাইড কনভেনশনের অনুসমর্থনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষের জেনোসাইড প্রতিরোধ ও উক্ত অপরাধের বিচার করার বাধ্যবাধকতার প্রতিপালন নিশ্চিত করার সর্বজনীন স্বার্থ (common interest) আছে। বাংলাদেশ ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে বলে গাম্বিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে আইসিজে-এর সমীপে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তার দায় প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়ের করার অধিকার থেকে রেহাই দেয় না। বাংলাদেশ জনসম্মুখে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার জন্য গাম্বিয়াকে সমর্থন দিয়েছে। এছাড়া মালদ্বীপ, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, কানাডা ও জার্মানি রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারের জন্য উক্ত মামলার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার (intervene) মাধ্যমে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এতকাল যাবত রোহিঙ্গা পরিস্থিতিতে আইসিজে কার্যপ্রণালীর হালনাগাদ কী?

২০১৯

নভেম্বর

নভেম্বরঃ গাম্বিয়া আইসিজে-এর সমীপে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা করার আর্জি পেশ করে।

ডিসেম্বর

আদালত গাম্বিয়ার দায়েরকৃত জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার (provisonal measures) অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রকাশ্য শুনানি করে।

২০২০

জানুয়ারি

আদালত মিয়ানমারকে বেশ কিছু জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য (অন্তর্বর্তীকালীন) আদেশ প্রদান করে। এইসব আদেশের মধ্যে (১) রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জেনোসাইডের অভিপ্রায় নিয়ে সংঘটিত কর্মকান্ডের প্রতিরোধ করা, (২) মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যেন জেনোসাইডের অভিপ্রায় নিয়ে সংঘটিত কর্মকান্ড সংঘটন না করে তা নিশ্চিত করা, (৩) জেনোসাইডের অভিপ্রায় নিয়ে সংঘটিত কর্মকান্ডের সকল প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা এবং (৪) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস অন্তর উক্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পর্কৃত রিপোর্ট আদালতে পেশ করা রয়েছে।

অক্টোবর

অক্টোবরঃ গাম্বিয়া আদালতের সমীপে আইনি যুক্তি ও প্রমাণাদিসমেত স্মারকপত্র (memorial) দাখিল করে।

২০২১

জানুয়ারি

মিয়ানমার গাম্বিয়ার বর্তমার মামলা দায়ের করার এখতিয়ারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি (preliminary objections) উত্থাপন করে।

এপ্রিল

গাম্বিয়া মিয়ানমারের উত্থাপিত আপত্তির প্রত্যুত্তরে লিখিত পর্যবেক্ষণ দাখিল করে।

২০২২

ফেব্রুয়ারি

ফেব্রুয়ারিঃ আদালত মিয়ানমার কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষাপটে প্রকাশ্য শুনানি করে।

জুলাই

জুলাইঃ আদালত মিয়ানমারের উত্থাপিত সকল আপত্তিকে খারিজ করে মিয়ানমারের মামলা দায়ের করার এখতিয়ারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

এর পরবর্তী কার্যপদ্ধতি কী?

যেহেতু আদালত মিয়ানমারের সকল আপত্তিকে খারিজ করে দিয়েছে, সেহেতু মামলা এখন মূল পর্যায়ে পরিচালিত হবে। বর্তমানে মিয়ানমারকে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে গাম্বিয়া কর্তৃক উত্থাপিত মিয়ানমারের জেনোসাইড কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা লংঘনের আইনি পর্যবেক্ষনের প্রত্যুত্তর দাখিল করতে হবে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের পরে আদালত প্রয়োজন সাপেক্ষে মামলার পক্ষদ্বয়ের কাছ থেকে অধিকতর তথ্য চাইতে পারে। এর পরবর্তীতে মামলার মূল পর্যায়ের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

স্পটলাইট:

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো

১৯৯৩ সালের ২০শে মার্চ রিপাবলিক অফ বসনিয়া এন্ড হার্জেগভিনা আইসিজে-এর সমীপে ফেডারেল রিপাবলিক অফ ইউগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে জেনোসাইড কনভেনশনের বেশ কিছু লংঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ে মামলা রুজু করে। বিশেষত বসনিয়া এন্ড হার্জেগভিনা অভিযোগ করে যে সার্বিয়া বসনিয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংঘটনের মাধ্যমে জেনোসাইড কনভেনশন লংঘন করেছে।[49]

বসনিয়া এন্ড হার্জেগভিনা বনাম সার্বিয়া এন্ড মন্টিনিগ্রো আইসিজে-এর ইতিহাসে একটি মাইলফলক মামলা। বিশেষত আইসিজে এই মামলায় প্রথম জেনোসাইড বিষয়ে রায় প্রদান করে এবং ১৯৯৫ সালের সেব্রেনিচায় সংঘটিত ৮,০০০ বসনিয় মুসলিম হত্যাযজ্ঞকে জেনোসাইড সংঘটন হিসেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত মামলায় সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার প্রশ্ন জড়িত ছিল। আইসিজে আরো রায় প্রদান করে যে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, বরং রাষ্ট্রকেও জেনোসাইড সংঘটন, জেনোসাইড সংঘটনের ষড়যন্ত্র, জেনোসাইড সংঘটনের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য প্ররোচনা, জেনোসাইড সংঘটনের চেষ্টা, বা জেনোসাইড সংঘটনের সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।[50]

এই মামলাটি শেষ হতে প্রায় ১৫ বছর সময় নেয়। ২০০৭ সালে সমাপ্ত হওয়া এই মামলাটি আইসিজে-এর সমীপে দায়েরকৃত মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এবং এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অপরাধে শিকার ব্যক্তিদের অব্যাহত সমর্থন ও যোগাযোগ বহাল রাখার চ্যালেঞ্জকে প্রতিফলিত করে। উল্লেখ্য যে, আইসিজে বসনিয় মুসলিমদের উপর সংঘটিত জেনোসাইডের স্বীকৃত দিলেও বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনাকে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি। কারণ আদালত সার্বিয়ার জেনোসাইড সংঘটন প্রতিরোধের বাধ্যবাধকতা এবং সেব্রেনিচায় ৭,০০০ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের (casual nexus) ঘাটতি ছিল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আইসিজে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রায় দিলে কী কী সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে?

গাম্বিয়া আইসিজে-এর সমীপে নিম্নল্লিখিত বিষয়ে আর্জি পেশ করে। উক্ত বিষয়গুলো হলঃ (১) মিয়ানমার যেন চলমান জেনোসাইডের অভিপ্রায় নিয়ে সংঘটিত কর্মকান্ডের অবসান ঘটায় এবং জেনোসাইড কনভেনশনের সকল দায়বদ্ধতাকে পূর্ণাঙ্গরূপে শ্রদ্ধা করে; (২) উপযুক্ত ট্রাইব্যুনালের সমীপে জেনোসাইডের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার নিশ্চিত করে; এবং (৩) জেনোসাইডের অভিপ্রায় নিয়ে সংঘটিত কর্মকান্ডের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। ক্ষতিপূরণের মধ্যে জেনোসাইডের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের "নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন" এবং "পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদেরকে বৈষম্য, নিপীড়ন ও এতদরূপ অন্যান্য অপরাধ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা" অন্যতম। এছাড়া মিয়ানমার যেন জেনোসাইড কনভেনশনকে পুনরায় লংঘন না করে, সে বিষয়ে গাম্বিয়া মিয়ানমারের নিশ্চয়তা চেয়েছে।[48]

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র আইসিজে-এর রায় মানতে বাধ্য এবং কোন রাষ্ট্র উক্ত রায়ের সিদ্ধান্ত না মান্য করলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

বিদেশি আদালত কি রোহিঙ্গা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে?

হ্যাঁ। বিদেশি আদালতসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন এখতিয়ার বা অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার নীতির উপর ভিত্তি করে বিচারিক এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার লাভের পন্থা উন্মুক্ত করতে পারে।

সার্বজনীন এখতিয়ার

সার্বজনীন এখতিয়ার কী?

সার্বজনীন এখতিয়ার বলতে কোন দেশীয় আদালত কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের স্থান বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা অপরাধীর জাতীয়তা নির্বিশেষে কোন ব্যক্তিকে জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, বা নির্যাতনের মত আন্তর্জাতিক আইনে সংজ্ঞায়িত গুরুতর অপরাধের বিচার করার নীতিকে বোঝায়।

সার্বজনীন এখতিয়ার নীতির যুক্তি অনুসারে কিছু অপরাধ এতটাই গুরুতর যে তা সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সংক্ষুব্ধ করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের উক্ত অপরাধ সংঘটনের স্থান বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা অপরাধীর পরিচয় নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা আছে।

গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সার্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে কিনা?

না, সাধারণত রাষ্ট্রের উক্তরূপ কোন আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কোন রাষ্ট্র তার দেশীয় আইনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের বিচার করার বাধ্যবাধকতাকে অন্তর্ভূক্তিকরণের মাধ্যমে সার্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করার আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থাৎ, “সার্বজনীন এখতিয়ার” শব্দটি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করার অধিকারকে নির্দেশ করে, বাধ্যবাধকতাকে নয়।[51]

সার্বজনীন এখতিয়ারের উপর ভিত্তি করে কোন মামলা রুজু করার জন্য কোন অভিযুক্তকে উক্ত রাষ্ট্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

যদিও জার্মানিসহ অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রসমূহের দেশীয় আইন উক্তরাষ্ট্রে অপরাধী বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন এখতিয়ারের উপর ভিত্তি করে অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেয়, বাস্তবে উক্ত আইনের প্রয়োগ খুবই বিরল।

সাধারণত কোন রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি সাপেক্ষে সার্বজনীন এখতিয়ারের উপর ভিত্তি করে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। উদাহারণস্বরূপ সুইস আদালতে বিচারাধীন লাইবেরিয়ার যুদ্ধপতি আলেউ কোসিয়াহ (Alieu Kosiah) কথা বলা যেতে পারে। সুইস আদালত তাকে লাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ে বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা, নির্যাতন, ও ধর্ষণ করার আদেশ প্রদানসহ যুদ্ধাপরাধের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে।[52] ২০১৪ সালে গ্রেফতার হওয়া কোসিয়াহ ১৯৯৯ সাল থেকে সুইজারল্যান্ডে বসবাস করছিলো।[53]

কোন রাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচার করার জন্য সার্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে কিনা?

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা সার্বজনীন এখতিয়াররের উপর ভিত্তি করে মিয়ানমারে সংঘটিত রোহিঙ্গা জেনোসাইডের তদন্ত শুরু করা প্রথম রাষ্ট্র। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকে (BROUK) আর্জেন্টিনার আদালতের বরাবর রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জেনোসাইড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মিয়ানমারের বেসামরিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের দায় তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত শুরু করার অনুরোধ করে। বর্তমানে উক্ত তদন্ত চলমান রয়েছে এবং অপরাধে শিকার রোহিঙ্গাদের আর্জেন্টাইন ফৌজদারি আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বিচারপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করার কথা রয়েছে।[54]

"আমার দাদা-দাদী ১৯৯০ সালের দিকে মিয়ানমার ছাড়তে বাধ্য হয় এবং আমি বাংলাদেশের শিবিরে শরণার্থী হিসেবে জন্মগ্রহণ করি। আমরা ২০০০ সালের দিকে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করি। আমরা ২০১৭ সালে আবার শরণার্থীতে পরিণত হয় এবং একই শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করি। এই ঘটনা কতবার ঘটতে থাকবে?"

৩৫ বছর বয়সী রোহিঙ্গা পুরুষ উত্তরজীবী

আশিয়ান অঞ্চলভুক্ত কোন রাষ্ট্রে সার্বজনীন এখতিয়ারের ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচার করার জন্য মামলা রুজু করা যেতে পারে কিনা?

ইন্দোনেশিয়া

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক আদালতে তার মানবাধিকার আইনকে পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য একটি আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনটি যদি গৃহীত হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দেশীয় আইনকে সংশোধন করে কোন অনাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষমতাকে অনুমোদন দেওয়া হয়, তাহলে প্রথম আশিয়ানভূক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার সার্বজনীন এখতিয়ারের নীতির উপর ভিত্তি করে মিয়ানমারে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসমূহকে তদন্ত করার সক্ষমতা অর্জন করার সম্ভবনা রয়েছে।[55]

"বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আমাদের কণ্ঠস্বরকে আইসিসি ও আইসিজেতে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আমাদের নিজেদের মধ্যেও শিক্ষিত জনগণ আছে। আমাদের যদি সুযোগ থাকতো, আমরা যদি যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম হতাম, তাহলে আমাদের নিজস্ব লোকজন ওইসব আদালতের কার্যপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে এবং আমাদের দাবি দাওয়াকে সরাসরি উপস্থাপন করতে পারতো।"

১৭ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী উত্তরজীবী

অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার

অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার কী?

অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার সার্বজনীন এখতিয়ার থেকে ভিন্ন। দেশীয় আদালতসমূহ কোন অপরাধ উক্ত রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের বাহিরে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু মাত্র বিচারকারী রাষ্ট্র ও অপরাধের মধ্যকার যোগসূত্রের ভিত্তি করে অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে থাকে। যেমন, কোন বিচারকারী রাষ্ট্রের নাগরিক স্বীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের বাহিরে অপরাধ সংঘটন করলে বা বিচারকারী রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তার বৈদেশিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করলে অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্পটলাইট:

জেনোসাইডে শিকার অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো কিভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করছে?

অতীতে জেনোসাইড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রসমূহ অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার, সত্য ও প্রতিকার এবং অপরাধী ব্যক্তিদের দায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিদ্যমান চরম মাত্রার সহিংসতা এবং বিদ্বেষ দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে প্রতিবিধান করার জন্য অনুসৃত পন্থাসমূহ হচ্ছে - জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্রুনাল, বিদেশি আদালতে সার্বজনীন/অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ারের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহ এবং অপরাধ সংঘটন দ্বারা সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রে দেশীয় বা হাইব্রিড আদালত।

বসনিয়া

সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী ও সময়সীমা:

১৯৯৫ সালে সেব্রেনিচায় বসনিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা এবং ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বসনিয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বসনিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জাতিগত নির্মূল (Ethnic Cleansing) অভিযান। সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞের ফলে ৮,০০০ এর বেশি বয়নিয় মুসলিম ব্যক্তি ও বালকশিশু মারা যায়।.

অপরাধ সংঘটনকারী:

República Srpska-এর সেনাবাহিনী বা বসনিয় সার্ব সেনাবাহিনী

ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার পন্থা:

আন্তর্জাতিক:

- ২০০১ সালে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুন্যাল ফর দ্য ফর্মার ইউগোস্লাভিয়া (ICTY) সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞকে জেনোসাইড হিসেবে রায় প্রদান করে। ICTY ২০১৭ সালে তার বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ করে। পরবর্তীতে ICTY-এর অসম্পূর্ণ কাজকর্ম দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেসিডিউয়াল মেকানিজম ফর ক্রিমিনাল ট্রাইবুন্যালস (IRMCT) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।
- ICTY ও IRMCT ১৬১ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করে। এছাড়া, ICTY সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৫ জনকে জেনোসাইডের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।[59]
- বসনিয়া ১৯৯৩ সালে আইসিজে-এর সমীপে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। আইসিজে ২০০৭ সালে উক্ত মামলার রায় প্রদান করে এবং ICTY-এর সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কিত রায়ের সাথে একমত পোষণ করে। তবে আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্তে (সর্বসম্মতভাবে নয়) উপনীত হয় যে, সার্বিয়া সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী নয়। একই সাথে আদালত রায় প্রদান করে যে সেব্রেনিচা হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে সার্বিয়াকে সংশ্লিষ্টতার জন্য দায়ী করা যায় না। তবে আইসিজে সার্বিয়াকে জেনোসাইড সংঘটন প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ICTY-কে জেনোসাইড সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করতে সহায়তা না করার মাধ্যমে জেনোসাইড কনভেনশন লংঘন করার জন্য দায়ী করে।.[60]
- ৯০ এর দশকে কিছু জার্মান আদালত কিছু ব্যক্তিকে বসনিয়ায় জেনোসাইড সংঘটনে অংশগ্রহণের অপরাধে হেফাজতীয় সাজা (custodial sentences) প্রদান করে। জার্মান আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের মধ্য নিকোলা ইয়োর্গিচ (Nikola Jorgic) অন্যতম।[61] সে তার দণ্ডাদেশের প্রেক্ষিতে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে মামলা করে এবং ২০০৭ সালে উক্ত কোর্ট তার আবেদনকে খারিজ করে দণ্ডাদেশকে জারি রাখে।
- কিছু মামলা বসনিয়ার জাতীয় আদালতে স্থানান্তর করা হয় এবং উক্ত আদালত বেশ কিছু মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করে।[62]

দারফুর

সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী ও সময়সীমা:

২০০৩ সালে থেকে পশ্চিম সুদানে চলমান সংঘাতে দারফুরি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩০০,০০০ মানুষ জেনোসাইডে শিকার হয়ে মারা যায়।

অপরাধ সংঘটনকারী:

খার্তুম সরকারি বাহিনী এবং বিদ্রোহী মিলিশিয়া গোষ্ঠী

ন্যায়বিচার ও জববদিহিতার পন্থা:

আন্তর্জাতিক:

- এটি বর্তমানে আইসিসির তদন্তাধীন রয়েছে। সুদান রোম সংবিধির অনুসমর্থনকারি না হলেও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৫ সালে দারফুর পরিস্থিতিকে আইসিসির সমীপে বিচারের জন্য আরোপ করে।
- এ পর্যন্ত আইসিসি সুদানের কারাগারে অন্তরীণ সাবেক রাষ্ট্রপতি ওমর আল-বশিরসহ বেশ কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৭ টি গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করেছে।
- বর্তমানে আইসিসিতে আরব জানজাউইদ মিলিশিয়া নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের (জেনোসাইড নয়) বিচার চলমান রয়েছে। উক্ত বিচার ২০২২ সালে শুরু হয়।63

স্থানীয়:

- যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচারের জন্য স্পেশাল কোর্ট ফর দারফুর প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।[64]

কম্বোডিয়া

সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী ও সময়সীমা:

কম্বোডিয়াতে চাম ও ভিয়েতনামি জনগোষ্ঠীসহ কম্বোডিয়ানদের প্রতি সংঘটিত নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ। এর ফলশ্রুতিতে দেড় থেকে দুই মিলিয়ন ব্যক্তি (যা কম্বোডিয়ার জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ) মৃত্যুবরণ করে।

অপরাধ সংঘটনকারী:

খেমার রুজ (১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দল)।

ন্যায়বিচার ও জববদিহিতার পন্থা:

হাইব্রিড:

- কম্বোডিয়ান সরকার ও জাতিসংঘের যৌথ অংশিদারিত্বে এক্সট্রাঅর্ডিনারি চেম্বারস ইন দ্য কোর্টস অফ কাম্বোডিয়া (ECCC) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ECCC-এর রায়ে ক্ষতিপূরণ বাস্তবায়নের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন নাগরিক সমাজ চাম ও ভিয়েতনামি জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।
- এইসব প্রকল্পের মধ্যে “কমিউনিটি মিডিয়া প্রজেক্ট” অন্যতম। উক্ত প্রকল্পে খেমার রুজ শাসনামলে চাম জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে চলচিত্র ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা করেছে। এরূপ আরেকটি প্রকল্প হচ্ছে “ভয়েজের ফরম এথনিক মাইনরিটি” নামক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শন। উক্ত প্রকল্পে উভয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। “লিগ্যাল এন্ড সিভিক এডুকেশন” প্রজেক্টে অপরাধের শিকার ভিয়েতনামি জনগোষ্ঠীকে তাদের আইনি অধিকারকে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।
- ২০২২ সালে আদালত তার সর্বশেষ রায় প্রদান করে।.[65]

রুয়ান্ডা

সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী ও সময়সীমা:

১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তুতসি জনগোষ্ঠী ও উদারপন্থী হুতু জনগোষ্ঠীর নির্মূলের জন্য গৃহীত পরিকল্পিত অভিযান। এতে ৫০০,০০০ থেকে ৬৬২,০০০ তুতসি মারা যায়।

অপরাধ সংঘটনকারী:

হুতু নেতৃত্বাধীন সরকার (থিওনেস্ট বাগোসোরা নেতৃত্বাধীন) এবং অন্যান্য হুতু সশস্ত্র এবং মিলিশিয়া গোষ্ঠী এবং বেসামরিক চরমপন্থী গোষ্ঠী।

ন্যায়বিচার ও জববদিহিতার পন্থা:

আন্তর্জাতিক:

- ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা (ICTR) প্রতিষ্ঠা করে। এটি ২০১৬ সালে তার বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ করার আগ পর্যন্ত ৬১ জন ব্যক্তিকে বিচার করে। পরবর্তীতে ICTR-এর অসম্পূর্ণ কাজকর্ম দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেসিডিউয়াল মেকানিজম ফর ক্রিমিনাল ট্রাইবুন্যালস (IRMCT) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।[56]
- ICTR ১৯৯৮ সালে রুয়ান্ডার তাবা শহরের হুতু মেয়র জাঁ পল আকায়েসুকে জেনোসাইড **সংঘটনের** জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। আকায়েসু কোন আন্তর্জাতিক অ্যাডহক ট্রাইবুন্যালটি কর্তৃক জেনোসাইড সংঘটনের অপরাধে দোষী সাব্যস্তকৃত প্রথম ব্যক্তি।[57]

স্থানীয়:

- ১৯৯৬ সাল থেকে স্থানীয় আদালতে জেনোসাইডের বিচার।
- ২০০১ সালে প্রণয়নকৃত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০১২ সাল পর্যন্ত কার্যরত গাচাচা (Gacca) আদালত। রুয়ান্ডায় গাচাচা আদালত (ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় আদালত) তার কার্যপদ্ধতিতে সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সত্য বলার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অপরাধী ব্যক্তিদের দোষ স্বীকারের জন্য উৎসাহিত করা, জনসম্মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং অপরাধী ও অপরাধের উত্তরজীবীর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করার মাধ্যমে সমাজে পুনর্মিলন (reconciliation) প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করে।[58]

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ ম্যাকানিজম ফর মিয়ানমার (IIMM) কী?

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল ২০১৮ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ ম্যাকানিজম ফর মিয়ানমার (IIMM) প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘের এই অঙ্গপ্রতিষ্ঠানটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। IIMM মিয়ানমারে ২০১১ সাল থেকে সংঘটিত গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন সম্পর্কিত প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার ম্যান্ডেট নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া, IIMM মিয়ানমারে সংঘটিত গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়া সূচনা বা পরিচালনা করার লক্ষ্যে মামলার নথি প্রস্তুত করা এবং উক্ত নথি দেশীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আদালতের সাথে বিনিময় (share) করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। এটি অ-ফৌজদারি কার্যবিধিতেও সহায়তা করতে পারে।[66]

IIMM এর লক্ষ্য কী?

IIMM মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালতে ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে ব্যবহারযোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। কোন ঘটনা ঘটার পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যথাসম্ভব দ্রুত সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করলে বিচারপ্রক্রিয়ায় উক্ত তথ্যের প্রামাণিকমূল্য বৃদ্ধি পায়। এইক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া উক্ত ঘটনা সংঘটনের অনেক বছর পর অনুষ্ঠিত হলেও সংগৃহীত তথ্যের প্রামাণিকমূল্য অপরিবর্তিত থাকে।

IIMM মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধের উত্তরজীবী ও চাক্ষুষসাক্ষীদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রমাণাদি ও জবানবন্দি তা বিস্মৃত হওয়া, খোয়া যাওয়া বা বিনষ্ট হওয়ার আগেই সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মিয়ানমারে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধের প্রমাণাদি প্রদান করতে পারে এমন ঘটনা যেন বিস্মৃত না হয়ে যায় এবং উক্ত প্রমাণাদি যেন অপরাধী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে সাহায্য করতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে IIMM কাজ করে যাচ্ছে।[67]

IIMM-এর সাথে মিয়ানমারে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পার্থ্যক্য কী?

মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ের ও জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়সহ বেশ কিছু জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মিয়ানমারে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনসমূহকে বৃহৎ আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এইসব অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত রাষ্ট্রসমূহের জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে জনসাধারণের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। অন্যদিকে IIMM ফৌজদারি মামলায় ব্যবহারোপযোগী গোপনীয় মামলার নথি প্রস্তুত করে থাকে।

IIMM কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল নয়। এটি প্রসিকিউটরের দপ্তরও নয়। কিন্তু এটিকে মিয়ানমারে সংঘটিত গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলমান বা ভবিষ্যৎ বিচারকার্য পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা জাতীয় আদালতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ইতিমধ্যে আইসিসি-এর প্রসিকিউটর ও আইসিজে-এর সমীপে দায়েরকৃত গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলার পক্ষসমূহকে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছে।[68]

IIMM কী কী তথ্য সংগ্রহ করছে?

IIMM ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রাখাইন প্রদেশে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স পরিচালনার সময় ও ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তীতে সংঘটিত অপরাধসহ সমগ্র মিয়ানমারে সকল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত এবং পর্যালোচনা করছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে IIMM-এর কর্মীদল দ্বিগুণ কর্মোদ্দীপনার সাথে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং সরাসরি (in-person) সাক্ষাৎকার নেওয়ার কাজ করছে।

IIMM এযাবতকাল পর্যন্ত ২০০ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছে, ২ কোটি সংখ্যক তথ্য প্রক্রিয়াজাত করেছে এবং তদন্তকারী ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের সাথে বিনিময়যোগ্য (to be shared) ৭১ টি সাক্ষপ্রমাণাদি ও বিশ্লেষণাত্মক প্যাকেজ প্রস্তুত করেছে।[69] IIMM তার ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে উল্লেখ করে যে মিয়ানমারে মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারী ও শিশুরা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।[70]

"আমার পরিবারের ৪১ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি এর বিচার চাই। ওইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাদেরকে আমাদের উপর সংঘটিত জুলুমের জন্য শাস্তি প্রদান করা উচিত। তাদেরকে যদি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দরকার হয়, তবে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।"

৪৭ বছর বয়সী রোহিঙ্গা পুরুষ উত্তরজীবী

"তারা রাখাইনে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমি তার (হত্যার) বিচার চাইতে যেকোন যায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি। মিলিটারি আমার চোখ ক্ষত করে দিয়েছে। এখন আমি পঙ্গু ও বিধবা। আমি এটার যোগ্য ছিলাম না। তাদেরকে আমার সারাজীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। তাদেরকে আমার সারা জীবনের জন্য খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব নেওয়া উচিত।"

২২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী উত্তরজীবী

"মিয়ানমার সরকার যদি আমাদেরকে সম-অধিকার ও নাগরিকত্বের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, তাহলে তা ন্যায়বিচার হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করার পর চলাচলের অধিকার প্রদান না করা হলে তা ভালো ফল বয়ে আনবে না। আমাদের প্রত্যাবর্তন করার পরে ভয়ভীতি ও উদ্বেগের সাথে বাস করতে হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখকর হবে না।"

১৮ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী উত্তরজীবী

"কেউ যদি আমাকে চাকু নিয়ে আক্রমণ করে এবং আমি তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে আহত হই; আমি যদি বলি যে আমি তার হাত পা কেটে প্রতিশোধ নিবো, তাহলে তা প্রতিহিংসা হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি তাকে আমার সাথে কৃত কর্মের জন্য ক্ষতিপূরণ করতে বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সহায়তা করতে বাধ্য করা হয়, সেটাই ন্যায়বিচার হিসেবে বিবেচিত হবে।"

রোহিঙ্গা পুরুষ সারভাইভার - বয়স ৪৭ বছর

"যদি মিয়ারমারে অন্যান্য ১৩৫ নৃগোষ্ঠীর লোকজন মিলেমিশে থাকতে পারে, আমরা কেন পারবো না, রোহিঙ্গাদেরকে কেন নাগরিকত্বের সম অধিকার দেওয়া এবং বার্মীজ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না?"

৪১ বছর বয়সী রোহিঙ্গা পুরুষ উত্তরজীবী

"আমাদেরকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীতে কোন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থার অধীনে রাখা উচিত; অন্তত আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। যদি আমাদের প্রত্যাবর্তনের পরে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রদান না করা হয়, তাহলে আমাদের ফিরে যাওয়ার পরে খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।"

৩৩ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী উত্তরজীবী

সারসংক্ষেপ সারণী

আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠান	মূল বৈশিষ্ঠ্যসমূহ	রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপট তদন্তের পরিধি	বর্তমান হালনাগাদ	বিস্তারিত তথ্য

আন্তর্জাতিক (ICC) পরাধ আদালত	• এটি স্বাধীন স্থায়ী অপরাধ আদালত।
	• এটি শুধুমাত্র দেশীয় আদালত রোম সংবিধির এখতিয়ারভূক্ত অপরাধসমূহের বিচারকার্য অক্ষম বা অনিচ্ছুক হলেই উক্ত অপরাধের বিচার করতে পারে
	• এটি শুধুমাত্র কোন অপরাধের জন্য সবচেয়ে দায়ী, মূলত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে বিচার করে থাকে।
	• এটি জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।
	• এটিতে অপরাধে শিকার ব্যক্তিদের বিচারপ্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।
	• এটি আইসিসি রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকে।
	  ◦ প্রসিকিউটর শুধুমাত্র কোন রাষ্ট্র থেকে তার ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি পেলেই তদন্ত পরিচালনা করতে পারে।
	  ◦ আইসিসি সংশ্লিষ্ঠ রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে গ্রেফতার পরোয়ানা বাস্তবায়ন করে।
		মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ (যা আইসিসি-এর পক্ষ রাষ্ট্র নয়) হতে বাংলাদেশে (যা রোম সংবিধি অনুসমর্থন করেছে) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিতাড়ন সম্পর্কিত অপরাধ।
		
		সময়সীমাঃ ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রাখাইন প্রদেশে সংঘটিত গনস-হিংসতার ঘটনাসহ ১ জুলাই ২০১০ সাল বা তার পরবর্তীতে সংঘটিত সকল ঘটনা।
			আইসিসি-এর অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটর বর্তমানে কক্সবাজারে তদন্ত পরিচালনা করছে।
			
			আইসিসি প্রসিকিউটর করিম খান ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কক্সবাজারে আগমন করেন এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের তদন্তকাজ “ত্বরিত পদক্ষেপ” পর্যায়ে (a phase of ‘accelerated action’) উন্নীত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।
				www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar
				
				www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works

আন্তর্জাতিক (ICJ) আদালত	• এটি জাতিসংঘের স্থায়ী আদালত। • এটি আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবাদ মীমাংসা করার এখতিয়ারপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যক্তিকে বিচার করতে পারে না। • এটি রাষ্ট্র অনুসমর্থন করেছে এমন ট্রিটি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। • আইসিজেতে বিচারকার্যের সূচনা করার জন্য কোন প্রসিকিউটর নেই। • শুধুমাত্র রাষ্ট্রসমূহ মামলা রুজু দায়ের পারে। • অপরাধে শিকার ব্যক্তিরা সরাসরি কোন কার্যপ্রণালিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। • মামলার পক্ষসমূহ আইসিজে কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা রায় মেনে চলতে বাধ্য এবং উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	মিয়ানমারের জেনোসাইড প্রতিরোধ ও উক্ত অপরাধের বিচার করার বাধ্যবাধকতাসহ জেনোসাইড কনভেনশনের বেশ কিছু বাধ্যবাধকতার লংঘন। সময়সীমাঃ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সকে ফোকাস করা হয়েছে।	আইসিজে মিয়ানমার কর্তৃক উপস্থাপিত সকল আপত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মামলার মূল পর্যায়ের যুক্তিতর্ক শুনতে অনুমতি প্রদান করেছে। মিয়ানমার ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে গাম্বিয়া কর্তৃক ২০20 সালে দাখিলকৃত স্মারকপত্রের পাল্টা-স্মারকপত্র (counter-memorial) দাখিল করবে। উক্ত পাল্টা-স্মারকপত্রে মিয়ানমার গাম্বিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত মিয়ানমার কর্তৃক জেনোসাইড কনভেনশনের লংঘনের অভিযোগসমূহকে খণ্ডন করবে।	www.icj-cij.org/en/case/178 www.icj-cij.org/en/how-the-court-works
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টি-গেশন মেকানিজম ফর মিয়ানমার (IIMM)	• এটি জাতিসংঘের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল না। • এটি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিচারপ্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী আন্তর্জাতিক অপরাধের প্রমাণাদি সংগ্রহ, বিনিময় এবং সংরক্ষণ করে ‘justice enabler’ হিসেবে কাজ করে। • IIMM তার সংগৃহীত প্রমাণাদি ব্যবহার করে দেশীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য মামলার নথি প্রস্তুত করে। • IIMM ঘনিষ্ঠভাবে আইসিসি প্রসিকিউটরকে সহযোগিতা করছে এবং মিয়ানমার ও গাম্বিয়াকে আইসিজে সমীপে দায়ের করা মামলা সম্পর্কিত প্রমাণাদি বিনিময় করছে।	IIMM ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্সের সময় রোহি-ঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করছে। এছাড়া IIMM সক্রিয়ভাবে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের সময় হতে মিয়ান-মারের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রমাণাদি সংগ্রহ করছে।	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে IIMM-এর কর্মীদল দ্বিগুণ কর্মো-দ্দীপনায় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সাক্ষীদের কাছ থেকে আদালত বা ট্রাইবুন্যালে ব্যবহারোপযোগী সাক্ষরসমেত সাক্ষীর জবানবন্দি প্রস্তুত করতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার নেওয়ার কাজ করছে।	https://iimm.un.org/ https://www.facebook.com/MyanmarMechanism To share confidential information: Signal: +41 76 691 12 08 or send encrypted email from Protonmail to contact@myanmar-mechanism.org
ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশিন প্রিন্সিপল (UJ)	• এটি নীতি কোন রাষ্ট্রকে তার ভূখণ্ডের বাহিরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, নির্যাতন ও জেনোসাইডের বিচার করতে ক্ষমতা প্রদান করে। • উক্ত রাষ্ট্রে বসবাসকারী অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা অভিবাসী/ডিয়াসপোরা সম্প্রদায় এই নীতির উপর ভিত্তি করে মামলা করে থাকে। • এটি প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রকে যথাযথ আইন প্রণয়ন করতে হয়। • এটি বেশ খরচসাপেক্ষ এবং এর তদন্তকাজ বেশ জটিল। • এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধের উত্তরজীবী, সাক্ষী এবং তাদের পরিবারের চাহিদাকে সুরক্ষাপ্রদান করার জন্য পর্যাপ্ত বিবেচনা ও অর্থের প্রয়োজন হয়।	বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকে (BROUK) আর্জেন্টিনার আদালতের সমীপে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জেনোসাইড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে তদন্ত করার জন্য মামলা দায়ের করে। অন্যান্য দেশেও সার্বজনীন এখতিয়ারের নীতির উপর ভিত্তি করে মামলা করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে।	আর্জেন্টিনায় মামলাটি তদান্তাধীন রয়েছে। এই তদন্ত সম্পন্ন হতে অনেক সময় (সম্ভবত অনেক বছর) লাগতে পারে।	https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/TRIAL_International_UJAR-2022.pdf

আপনি কিভাবে রোহিঙ্গাদের ও তাদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার অন্বেষণকে সহায়তা করতে পারেন?

একজন মানবিক সেবা প্রদানকারী কর্মী হিসেবে আপনি রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সমর্থন প্রদান করে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

- আপনি তাদেরকে আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়ার বিদ্যমান আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতে এবং উক্ত আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদ্যমান গুজব বা ভ্রান্ত ধারনাকে খণ্ডন করতে সাহায্য করতে পারেন।
- আপনি তাদেরকে চলমান আন্তর্জাতিক বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা বা অবদান রাখার জন্য বিদ্যমান আইনি পন্থা সম্পর্কে আলোচনা এবং উপদেশ লাভের জন্য LAW-এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন।
- আপনি বিদ্যমান বিচারপ্রক্রিয়ায় অবদান রাখার উপায় সম্পর্কে অধিকতর জানতে অথবা আমাদেরকে রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারপ্রক্রিয়ার পন্থার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে LAW-এর সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন।
- আপনি "শান্তি মহিলা" ও "সার্ভাইভার এডভোকেটস" নেটওয়ার্কের মত বিদ্যমান স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগের সাথে অপরাধের উত্তরজীবীদের আরো নিবিড়ভাবে নিযুক্ত হতে এবং মিয়ানমারে তাদের অভিজ্ঞতার চলমান প্রভাবের ফলে উদ্ভূত চাহিদাসমূহকে মেটাতে সহায়তা করতে পারেন।
- আপনি পরিসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ট্রমাকে ঝুঁকিপূর্ণতার অন্যতম পরিমাপক হিসেবে পরিগণনা করতে পারেন।
- মিয়ানমারে যৌন সহিংসতার উত্তরজীবী পুরুষ, নারী ও হিজড়ারা যাতে তাদের SGBV-এর অতীত অভিজ্ঞতা ও তাদের অব্যাহত চাহিদার কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, আপনি তা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে যথোপযুক্ত, নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিসেবা সরবরাহ করতে পারেন।
- আপনি রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং আপনার কার্যক্রম বা পরিসেবার প্রমাণাদি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রকাশ করতে পারেন।
- আপনি লোকজনকে IIMM-এর কার্যাবলী, ম্যান্ডেট ও যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্য জানাতে পারেন।
- আপনি অপরাধে শিকার রোহিঙ্গা ব্যক্তি ও উত্তরজীবীদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানকে সমর্থন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে কণ্ঠস্বর উত্থাপন করার জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন।

মূলবার্তা

আমরা আপনাকে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি ও তাদের ন্যায়বিচারের অনুসন্ধিৎসা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাবিত বার্তাসমূহ বিনিময় (share) করতে উৎসাহিত করছি। উদাহরণস্বরূপ কিছু বার্তা প্রদান করা হলো। আপনি সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও তথ্যের সাহায্যে তা পরিমার্জিত করে নিতে পারেন।

রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার কেন গুরুত্ব বহন করে?

- রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা উচিত। অপরাধে শিকার সকল রোহিঙ্গার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ মিয়ানমারের অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।
- ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতির অর্থ মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থানকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতার অনুপস্থিতি।
- ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে রোহিঙ্গা উত্তরজীবীদের নিরাময় সম্ভব নয়।
- ন্যায়বিচার মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মূল চাবিকাঠি। অপরাধীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা অবস্থায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করা কোন অর্থ বহন করে না।

রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন?

- রোহিঙ্গাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অপরাধে শিকার রোহিঙ্গাদের ও উত্তরজীবীদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সকল পন্থা অনুসরণ করতে হবে।
- রোহিঙ্গা উত্তরজীবীদের কণ্ঠস্বরকে জোরালোভাবে ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

আপনি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবস বা লগ্নে রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দাবিসম্বলিত বার্তা অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। উক্ত উপলক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত দিবস বা লগ্ন রয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
(৮ মার্চ)

বিশ্ব শরণার্থী দিবস
(২০ জুন)

আন্তর্জাতিক নির্যাতন বিরোধী দিবস
(২৬ জুন)

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস
(১৭ জুলাই)

রোহিঙ্গা গণহত্যার স্মরণ দিবস
(২৫ আগস্ট)

বিশ্ব শিশু দিবস
(২০ নভেম্ব)

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী কর্মসূচি
(২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর)

গণহত্যা প্রতিরোধ দিবস
(৯ ডিসেম্বর)

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস
(১০ ডিসেম্বর)

তথ্যসূত্র:

যদি এই গাইডের ডিজিটাল সংস্করণটি ব্যবহার করা হয় তবে পৃষ্ঠায় ফিরে আসতে দয়া করে নীল রেফারেন্স নম্বরে ক্লিক করুন।

1 Fortify Rights, Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar (February 2014), https://www.fortifyrights.org/mya-inv-rep-2014-02-25/.

2 U.N. Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar, A/HRC/39/64, 12 September 2018, paras. 25, 73, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.pdf [hereinafter "2018 Brief FFM Report"].

3 António Guterres, Opening remarks at press encounter with President of the World Bank, Jim Yong Kim, 2 July 2018, https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-07-02/remarks-press-encounter-world-bank-president-jim-kim.

4 ১৯৭৮ সালে জেনারেল নে উইনের সামরিক জান্তা বার্মার রাখাইন প্রদেশকে বিদেশিমুক্ত করতে কুখ্যাত সামরিক অভিযান 'নাগামিন' (অপারেশন ড্রাগন কিং) পরিচালনা করে। নাগামিনের ফলশ্রুতিতে ২০০,০০০ সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। উক্ত রোহিঙ্গারা সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ব্যাপক বর্বরতা, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বর্ণানা দেয়। উল্লেখ্য যে ১৯৭৮ সালে উক্ত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে গণপ্রত্যাবর্তনের তিন বছরের মধ্যে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। দেখুন; U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, E/CN.4/1993/3, 1993, paras. 132. 236, https://digitallibrary.un.org/record/159740?ln=en#record-files-collapse-header; Human Rights Watch, Burma/Bangladesh: Burmese Refugees in Bangladesh – Historical Background, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm.

5 U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, E/CN.4/1993/37, 1993, paras. 31, 76, 132, 235-36, https://digitallibrary.un.org/record/159740?ln=en#record-files-collapse-header.

6 IRIN, Myanmar's Rohingya Crisis (16 November 2012), https://www.refworld.org/docid/50bf11d32.html.

7 U.N. Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018, paras. 749-53, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_CRP.2.pdf [hereinafter "Detailed FFM Report"].

8 UNHCR News, Young people in Myanmar's Rakhine State tackle ethnic divisions (23 March 2022), https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/623992014/young-people-myanmars-rakhine-state-tackle-ethnic-divisions.html.

9 U.N. Human Rights Council, Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar, A/HRC/51/4, 12 July 2022, para. 21, https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2022/08/A-HRC-51-4-E.pdf.

10 Al-Jazeera, Myanmar's military coup prolongs misery for Rohingya in Rakhine (6 January 2022), https://www.aljazeera.com/news/2022/1/6/rohingya-myanmar-restrictions-on-freedom-of-movement.

11 Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 749-53.

12 U.N.S.C. Meetings Coverage, Head of Human Rights Fact-Finding Mission on Myanmar Urges Security Council to Ensure Accountability for Serious Violations against Rohingya, SC/13552 (24 October 2018), https://press.un.org/en/2018/sc13552.doc.htm; see also Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 1008, 1275, 1395, 1482.

13 2018 Brief FFM Report, supra note 2, at para. 33; see also Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 751, 1174, 1366, 1404, 1489.

14 Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 752, 882, 884.

15 Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 890, 905.

16 Detailed FFM Report, supra note 7, at para. 893.

17 Human Rights Watch, Massacre by the River: Burmese Army Crimes against Humanity in Tula Toli (19 December 2017), https://www.hrw.org/report/2017/12/19/massacre-river/burmese-army-crimes-against-humanity-tula-toli.

18 Reuters, Massacre in Myanmar: A Reuters Special Report (8 February 2018), https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rakhine-events/.

19 U.N. Human Rights Council, Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts, A/HRC/42/CRP.4, 22 August 2019, para. 14, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/sexualviolence/A_HRC_CRP_4.pdf [hereinafter "2019 FFM Report on SGBV"].

20 2019 FFM Report on SGBV, supra note 19, at paras. 14, 74.

21 2019 FFM Report on SGBV, supra note 19, at para. 75.

22 2018 Brief FFM Report, supra note 2, at para. 38.

23 2018 Brief FFM Report, supra note 2, at para. 42.

24 Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 883, 1493.

25 Fortify Rights, "They Tried to Kill Us All": Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar (15 November 2017), p. 11, https://www.fortifyrights.org/downloads/THEY_TRIED_TO_KILL_US_ALL_Atrocity_Crimes_against_Rohingya_Muslims_Nov_2017.pdf.

26 Detailed FFM Report, supra note 7, at para. 958.

27 Detailed FFM Report, supra note 7, at paras. 669, 1105.

28 A. Riley, Y. Akther, M. Noor, R. Ali, C. Welton-Mitchell, "Systematic Human Rights Violations, Traumatic Events, Daily Stressors and Mental Health of Rohingya Refugees in Bangladesh," Conflict and Health, Vol. 14, Art. No. 60, August 20, 2020, https://doi.org/10.1186/s13031-020-00306-9.

29 বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত SGBV-এর উরত্তরজীবী রোহিঙ্গা পুরুষ ও হিজড়াদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, মনব স্তাত্ত্বিক ও আইনি চাহিদাকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য LAW ২০২১ সালের এপ্রিল ও অক্টোবর মাসের মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করে। কক্সবাজারে বিভিন্ন শিবিরে বসবাসকারী ৬১ জন রোহিঙ্গাকে (৪২ জন পুরুষ ও ১৯ জন হিজড়া) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

30 Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People's Republic of Bangladesh/ Republic of the Union of Myanamar, ICC-01/19, 14 November 2019, paras. 84-6, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2019_06955.PDF.

31 অনেক দলিলে "Genocide" কে গণহত্যা হিসেবে অনুদিত করা হলেও এটি প্রকৃত অর্থ বহন করে না। আবার এই নির্দেশিকায় "Mass Murder"-কেও গণহত্যা হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। এই জাতীয় কোন বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই নির্দেশিকায় "Genocide"-কে জেনোসাইড হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

32 2019 FFM Report on SGBV, supra note 19, at paras. 72, 95-9.

33 Rome Statute, supra note 31, at Art. 7(1).

34 Rome Statute, supra note 31, at Art. 7(2)(g).

35 Rome Statute, supra note 31, at Art. 7(1)(h).

তথ্যসূত্র:

36 Rome Statute, supra note 31, at Art. 8.

37 2019 FFM Report on SGBV, supra note 19, at paras. 2, 68, 72, 95-9.

38 Detailed FFM Report, supra note 7, at para. 1521.

39 আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি রোম সংবিধি নামক আন্তর্জাতিক ট্রিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই ইতালির রাজধানী রোমে একটি কূটনীতিক সম্মেলন গৃহীত হয় এবং ২০০২ সালের ১ জুলাই কার্যকর হয়।

40 Oxford Learner's Dictionaries, Prosecution, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/prosecution.

41 প্রি-ট্রায়াল চেম্বার তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত। এটির অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে কোন তদন্ত সূচনা করার অনুমতি মঞ্জুর করা বা নামঞ্জুর করা। এটি কোন মামলা আইসিসি-এর এখতিয়ারাধীন কিনা সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এইক্ষেত্রে উক্ত মামলার এখতিয়ার ও গ্রহণযোগ্যতা (admissibility) বিষয়ক পরবর্তী নিরূপণকে আমলে নেয় না।

42 ICC Press Release, ICC Pre-Trial Chamber I rules that the Court may exercise jurisdiction over the alleged deportation of the Rohingya people from Myanmar to Bangladesh (6 September 2018), https://www.icc-cpi.int/news/icc-pre-trial-chamber-i-rules-court-may-exercise-jurisdiction-over-alleged-deportation.

43 ICC Press Release, ICC judges authorise opening of an investigation into the situation in Bangladesh/Myanmar (14 November 2019), https://www.icc-cpi.int/news/icc-judges-authorise-opening-investigation-situation-bangladesh/myanmar.

44 NUG মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত একদল নির্বাচিত আইনপ্রণেতার সমন্বয়ে গঠিত প্রবাসী সরকার। দেখুন; Al-Jazeera, Who represents Myanmar? UN faces credentials pressure at assembly (16 September 2022), https://www.aljazeera.com/news/2022/9/16/who-represents-myanmar-un-faces-credentials-pressure-at-assembly.

45 Twitter Post, National Unity Government Myanmar (20 August 2021), https://twitter.com/NUGMyanmar/status/1428739347717648389.

46 ICJ, Background on the ICJ, https://www.icj-cij.org/en/court.

47 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar), Application Instituting Proceedings and Request Provisional Measures, 11 November 2019, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20191111-APP-01-00-EN.pdf [hereinafter "Gambia v. Myanmar"].

48 Gambia v. Myanmar, supra note 47, at para. 112.

49 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Overview of the Case, https://www.icj-cij.org/en/case/91.

50 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Overview of the Case, https://www.icj-cij.org/en/case/91.

51 দেখুন; Asia Justice Coalition, Universal Criminal Jurisdiction Scoping Paper (March 2021), p. 3, https://www.asiajusticecoalition.org/_files/ugd/811bc6_4c6c67c3617145b1a98067342a29964b.pdf?index=true.

52 JusticeInfo.Net, Switzerland: Kosiah Convicted In First Universal Jurisdiction Trial (21 June 2021), https://www.justiceinfo.net/en/78920-switzerland-kosiah-convicted-first-universal-jurisdiction-trial.html.

53 Human Rights Watch, Q&A: Swiss Trial for Liberia Atrocities: Universal Jurisdiction Paves Path for Justice (12 February 2021), https://www.hrw.org/news/2021/02/12/qa-swiss-trial-liberia-atrocities-universal-jurisdiction-paves-path-justice.

54 BROUK, Historic Decision by Argentinian Courts to Take Up Genocide Case Against Myanmar (28 November 2021), https://www.brouk.org.uk/historic-decision-by-argentinian-courts-to-take-up-genocide-case-against-myanmar/.

55 Joint Press Release, Unprecedented Case Brought Against Myanmar Junta in Indonesia (6 September 2022), https://the-world-is-watching.org/wp-content/uploads/2022/09/Press-Release-CC-Petition-V2-Fin.pdf.

56 U.N. ICTR, Key Figures of Cases, https://unictr.irmct.org/en/cases/key-figures-cases.

57 Prosecutor v. Akayesu, Judgment, Case No. ICTR-96-4, 2 Sept. 1998, http://hrlibrary.umn.edu/instree/ICTR/AKAYESU_ICTR-96-4/Judgment_ICTR-96-4-T.html; The ICC is yet to hold any trial for the crime of genocide. The ICC has issued two arrest warrants against Omar al-Bashir, a Sudanese former military officer and president of Sudan, for his role in a campaign of mass killing, rape, and pillage against civilians in Darfur. He is the first person to be charged by the ICC for the crime of genocide; however, the warrant against him has not yet been enforced and he still remains at-large.

58 Human Rights Watch, Justice Compromised: The Legacy of Rwanda's Community-Based Gacaca Courts (31 May 2011), https://www.hrw.org/report/2011/05/31/justice-compromised/legacy-rwandas-community-based-gacaca-courts.

59 U.N. ICTY, Key Figures of the Cases, https://www.icty.org/sid/24; Balkan Transitional Justice, Srebrenica Convictions: 700 Years of Jail Time, Five Life Sentences (8 July 2021), https://balkaninsight.com/2021/07/08/srebrenica-convictions-700-years-of-jail-time-five-life-sentences/.

60 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf.

61 Press Release (Translated), Federal High Court of Germany makes basic ruling on genocide (30 April 1999), http://www.preventgenocide.org/punish/GermanFederalCourt.htm.

62 See e.g. U.N. ICTY Press Release, Court of Bosnia and Herzegovina renders first judgement in a case transferred by the Tribunal (14 November 2006), https://www.icty.org/en/press/court-bosnia-and-herzegovina-renders-first-judgement-case-transferred-tribunal.

63 ICC Situation in Darfur, Sudan, Background Information, https://www.icc-cpi.int/darfur.

64 Sudan Tribune, Sudan, armed groups agree to establish special court for Darfur Crimes (20 January 2020), https://archive.ph/20200124212103/https:/sudantribune.com/spip.php?article68873; Dabanga, Breakthrough on Darfur in Sudan peace negotiations (21 January 2020), https://web.archive.org/web/20200121185015/https:/www.dabangasudan.org/en/all-news/article/breakthrough-on-darfur-in-sudan-peace-negotiations.

65 U.N. News, Cambodia: UN-backed tribunal ends with conviction upheld for last living Khmer Rouge leader (22 September 2022), https://news.un.org/en/story/2022/09/1127521.

66 IIMM, Mandate and establishment, https://iimm.un.org/mandate-and-establishment/.

67 IIMM, Mandate and establishment, https://iimm.un.org/mandate-and-establishment/.

68 IIMM, Mandate and establishment, https://iimm.un.org/mandate-and-establishment/.

69 IIMM Bulletin, Message from the Head of the Mechanism (7 October 2022), https://reliefweb.int/report/myanmar/independent-investigative-mechanism-myanmar-bulletin-issue-7-october-2022-enmy.

70 IIMM Press Release, Evidence of crimes against humanity in Myanmar escalate, with women and children severely impacted, according to Myanmar Mechanism Annual Report (9 August 2022), https://iimm.un.org/press-release-evidence-of-crimes-against-humanity-in-myanmar-escalate-with-women-and-children-severely-impacted-according-to-myanmar-mechanism-annual-report/.

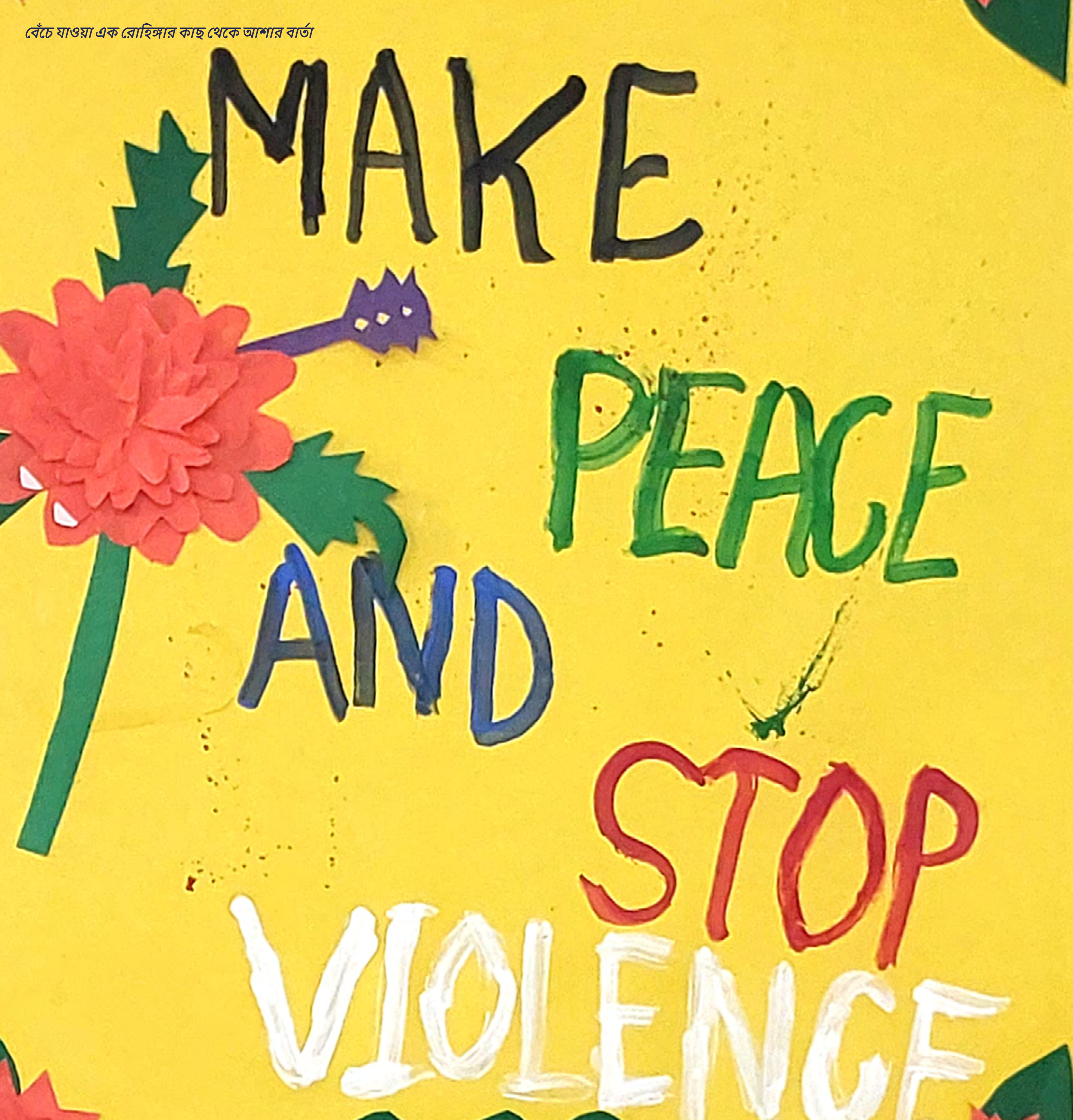

Legal Action Worldwide কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ©। স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এ নির্দেশিকার কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

www.legalactionworldwide.org

Funded by the European Union

বিঃদ্রঃ এই নথিটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। এই নথির বিষয়বস্তুর দায়ভার একান্তই Legal Action Worldwide এর এবং এই নথি কোনো অবস্থাতেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।

Design: co-x.co.uk